দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ৩০/৫/২০০০
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নকল সরবরাহকারীদের হাতে পঞ্চগড়ে ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত ॥ লক্ষ্মীপুরে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ চলতি এসএসসি পরীক্ষায় নকলে বাধা দিতে গেলেই সংঘর্ষ হচ্ছে। বৃহস্পতিবারও দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হয়েছে। একদিকে প্রশাসন, অন্যদিকে নকল সরবরাহকারী, শিক্ষক ও রাজনৈতিক নেতাকর্মী। বৃহস্পতিবার পঞ্চগড়ে নকল সরবরাহকারীদের হাতে একজন ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত হয়েছে। লক্ষ্মীপুরে নকল সরবরাহকারী-পুলিশ ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে।

পঞ্চগড় সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবার জেলার আটোয়ারী উপজেলা সাতখামার দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের দায়ে বহিষ্কার করতে গিয়ে পরীক্ষার্থী, পরিদর্শক ও বহিরাগতদের রোষানলে পড়ে লাঞ্ছিত হয়েছে, কর্তব্যরত এক ম্যাজিস্ট্রেট।

জানা যায়, উক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিন থেকেই কক্ষ পরিদর্শকদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় নকলের মহোৎসব চলতে থাকলে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট ও ভিজিলেন্স টিমের সদস্যরা বহিষ্কার করায় কেন্দ্র সচিব কক্ষ পরিদর্শক ও কতিপয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এরই জের হিসাবে গতকাল বৃহস্পতিবার কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ রাব্বী মিঞা ২৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করলে কেন্দ্র সচিবের উস্কানিতে বহিরাগত লোকজন ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢুকে পড়ে এলোপাতাড়ি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এ সময় উত্তেজিত লোকজন ও পরীক্ষার্থীরা ম্যাজিস্ট্রেটকে লাঞ্ছিত করে। পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গা পুলিশ পঞ্চগড় থেকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এদিকে উক্ত কেন্দ্রে ২৯ জন পরীক্ষার্থীকে ম্যাজিস্ট্রেট বহিষ্কার করলেও কেন্দ্র সচিব এদের কাউকেই বহিষ্কার দেখিয়ে নোটিশ দেয়নি। পরীক্ষা কেন্দ্রে কয়েকজন পরীক্ষার্থী জানায়, নকলের সুযোগ দেবে— এই বলে পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে কেন্দ্র সচিব মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বাছেদ ও মিঠুন নামের দু'জন বহিরাগত ব্যক্তিকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করেছে। এই পরিস্থিতিতে সাতখামার দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রটি অন্যত্র সরানো হবে কিনা এ নিয়ে ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে জরুরী সভা চলছিল। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রশাসনের কোন সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। জেলায় গতকাল সাতখামার কেন্দ্রের ২৯ জনসহ ৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিকে ধামরাই হার্ডিঞ্জ হাইস্কুলের উপকেন্দ্র গার্লস হাইস্কুলে অবাধে নকল চলছে। জানা গেছে কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট গিয়ে হার্ডিঞ্জ হাইস্কুলে মূল কেন্দ্রে বসে থাকেন। অথচ অবৈধভাবে স্থাপিত কয়েক গজ দূরে অবস্থিত উপকেন্দ্রে ব্যাপক নকল চলে। এ নিয়ে বহু লেখালেখি হলেও কোন ফল হয়নি। লক্ষ্মীপুর সদর থানার ধামাপুর দাখিল মাদ্রাসা কেন্দ্রে নকল সরবরাহকারীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ ১০ রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পরে লক্ষ্মীপুর থেকে দাঙ্গা পুলিশ এনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পুলিশ এ সময় নাসির আহম্মদ ও সিরাজউদ্দিন নামে

(১১- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

নকল সরবরাহকারীদের

(১২-এর পাতার পর)

দু'জন বহিরাগত ও মোঃ সেলিম নামে একজন হল পরিদর্শককে গ্রেফতার করে। এদিকে জেলার দত্তপাড়া রামরতন উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আলাউদ্দিন নামে একজন পরিদর্শক ও আয়া মায়া বেগমকে বহিষ্কার করা হয়।

নাটোর থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান, দাখিল পরীক্ষায় নকল সরবরাহের দায়ে বহিষ্কার নয়, একেবারে গ্রেফতার করানো হয়েছে এক মাদ্রাসা শিক্ষককে। ঘটনাটি ঘটেছে নাটোরের গুরুদাসপুর থানার মশিন্দা শিকারপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসা কেন্দ্রে। গ্রেফতারকৃত মাওলানা শাহবাজ আলী লালপুর থানাধীন বালিতিতা ইসলামপুর সিনিয়র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ। তিনি ঘটনার সময় মশিন্দা মাদ্রাসা কেন্দ্রের তিন নম্বর কক্ষে পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্বরত ছিলেন। বুধবার দায়িত্ব পালনকালেই তিনি ঐ কক্ষের পরীক্ষার্থীদের নকল সরবরাহ করতে গিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে ধরা পড়েন। ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলার আরডিসি আঃ সালাম মাওলানা শাহবাজ আলীকে হাতে নকলসহ ধরার পর জিজ্ঞাসা করলে তিনি নাকি নকল সরবরাহের কথা স্বীকার করেন। জনাব সালাম নিজে এ ব্যাপারে মামলা দায়ের করলে শাহবাজ আলী গ্রেফতার হন।

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মশিন্দার ঐ একই কেন্দ্রে নকল সরবরাহ নিয়ে সংঘর্ষে স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতা রাশিদুলের হাতে এক এসআই গুরুতর জখম হয়।